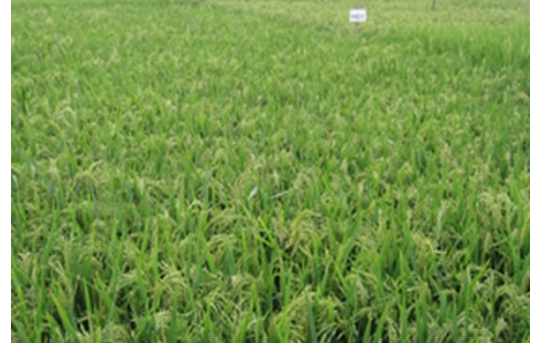


জাত পরিচিতি

ব্রি ধান৬০-এর কৌলিক সারি নং- BR7323-4B-1। বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক BR7166-4-5-3 এবং BR26 এর মধ্যে সঙ্করায়ণ পর বংশানুক্রম নির্বাচনের (Pedigree Selection) মাধ্যমে উদ্ভাবিত। জাতটি ২০১৩ সালে জাতীয় বীজ বোর্ড কর্তৃক বোরো মৌসুমে জন্য অনুমোদন লাভ করে।

জাতের বৈশিষ্ট্য

- ▶ অধিক ফলনশীল।
- ▶ গাছের উচ্চতা ৯৮ সেমি।
- ▶ চালের আকার লম্বা ও সরু এবং রঙ সাদা।
- ▶ ১০০০টি পুষ্ট ধানের ওজন প্রায় ২৩.৮ গ্রাম।
- ▶ চালে প্রোটিনের পরিমাণ ৭.৮%।
- ▶ চালে এম্যাইলোজের পরিমাণ ২২.২%।



ব্রি ধান৬০

এ জাতের বিশেষ প্রয়োজনীয়তা

ব্রি ধান৬০ এর জীবনকাল ব্রি ধান২৮ এর চেয়ে ৪-৫ দিন নাবি কিন্তু ফলন প্রতি হেক্টরে ০.৮ টন বেশি। এ জাতের পূর্ণবয়স্ক গাছ উচ্চতায় ব্রি ধান২৮ এর চেয়ে সামান্য খাটো এবং গাছ মজবুদ বিধায় ঢলে পড়ে না।

জীবনকাল: এ জাতের গড় জীবনকাল ১৫১ দিন।

ফলন

হেক্টর প্রতি গড় ফলন ৭.৩ টন। তবে উপযুক্ত পরিচর্যা পেলে ব্রি ধান৬০ এর সম্ভাব্য ফলন (Potential yield) হেক্টরে ৮.৫ টন পর্যন্ত পাওয়া যায়।

চাষাবাদ পদ্ধতি

এ ধানের চাষাবাদ পদ্ধতি অন্যান্য উফশী বোরো ধানের জাতের মতই। মাঝারি উঁচু থেকে উঁচু জমি এ ধান চাষের জন্য উপযুক্ত।

১. বীজ তলায় বীজ বপন : ১-৩০ অগ্রহায়ণ (১৫-৩০ নভেম্বর)।
২. চারার বয়স : ৩৫-৪০ দিন।
৩. চারার সংখ্যা : প্রতি গুচ্ছিতে ২/৩টি।
৪. রোপণ দূরত্ব : ২৫ সেমি × ১৫ সেমি।

৫. সার ব্যবস্থাপনা (কেজি/বিঘা):

৫.১ ইউরিয়া	টিএসপি	এমওপি	জিপসাম	জিংক সালফেট
৩৫	১৩.৫	১৬	১৫	১.৫

৫.২ সর্বশেষ জমি চাষের সময় সবটুকু টিএসপি, জিংক সালফেট, জিপসাম এবং এমওপি সার প্রয়োগ করা উচিত।
ইউরিয়া সার সমান তিন কিস্তিতে যথা রোপণের ১৫ দিন পর ১ম কিস্তি এবং ২৫-৩০ দিন পর ২য় কিস্তি এবং ৫০-৫৫ দিন পর ৩য় কিস্তি প্রয়োগ করতে হবে।

৬. আগাছা দমন : রোপণের পর অন্তত ৪০ দিন পর্যন্ত জমি আগাছা মুক্ত রাখতে হবে।
৭. সেচ ব্যবস্থাপনা : খোড় অবস্থা থেকে দুধ অবস্থা পর্যন্ত জমিতে পর্যাপ্ত রস বা পানি রাখতে হবে।
৮. রোগবালাই দমন : ব্রি ধান৬০ এ রোগবালাই ও পোকামাকড়ের আক্রমণ প্রচলিত জাতের চেয়ে অনেক কম হয়। তবে রোগবালাই ও পোকা মাকড়ের আক্রমণে সমন্বিত বালাই দমন ব্যবস্থা প্রয়োগ করা উচিত।
৯. ফসল পাকা ও কাটা : ১-১৫ বৈশাখ (১৫-৩০ এপ্রিল) ধান কাটার উপযুক্ত সময়।